জাতীয় মানবকল্যাণ পদক

২০২০ ও ২০২১ সালের
পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় মানবকল্যাণ পদক

২০২০ ও ২০২১ সালের
পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতীয় মানবকল্যাণ পদক

২০২০ ও ২০২১ সালের
পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

জাতীয় মানবকল্যাণ পদক-এর পটভূমি ॥ ৯

২০২০ সালের জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥ ১২

২০২১ সালের জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥ ১৮

জাতীয় মানবকল্যাণ পদক-এর পটভূমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।" তিনি ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ)-এ "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার" সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায়, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবৎসরে দেশে প্রথমবারের মতো বয়স্কভাতা এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থবৎসরে বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ইত্যাদি নানা প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরম্ভ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিক, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা, দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, বাল্যবিবাহ রোধ, সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধী কোটা চালু, প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া, পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্য নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত

অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা এবং প্রতিবন্ধী মোবাইল থেরাপি ভ্যানসহ নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১; শিশু আইন, ২০১৩; পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়নসহ বিভিন্ন কৌশলগত সংস্কার করে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রীড়ার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানসহ আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে ৪.১৬ একর জমি কেবল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরু হতে সারা পৃথিবীতে আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরতীরে বা ভিন্ন দেশের সীমান্তে আশ্রয় লাভের আকুতি নিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছে। উন্নত দেশের রাষ্ট্র নায়করাসহ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন যখন শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় হিমশিম খাচ্ছে, তখন বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "প্রয়োজনে একবেলা খেয়ে থাকব", এ দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে মিয়ানমার হতে আগত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ঢলকে বিশাল জনসংখ্যার ছোট্ট আয়তনের বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয়সহ মানবিক বিপর্যয়রোধে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

মিয়ানমার থেকে আগত বাস্তুচ্যুত প্রায় ১১ লাখ বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে আশ্রয়দানসহ তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহান এ প্রাপ্তি দেশের জনগণ ও জনসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি এবং বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' চালু করা হয়। এ মহান উদ্যোগ বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে প্রণোদনা প্রদান করা গেলে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য, মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে ২০১৮ সালে প্রণীত সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় প্রতিবছর ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবসে 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। উক্ত নীতিমালায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা পর্যায়ে পাঁচটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। ২০২০ সালে 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' কর্তৃক পাঁচটি ক্যাটাগরিতে তিনজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদানের জন্য নির্বাচিত হলেও কোভিড-১৯-এর তীব্রতা এবং পদকের ডিজাইন প্রস্তুত না হওয়ায় যথাসময়ে পদক প্রদান করা হয়নি।

২০২১ সালের 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদানের লক্ষ্যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা চূড়ান্তকরণের প্রাক্কালে 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক'-এর নাম 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' এবং সংশোধিত নীতিমালার খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয় এবং গেজেট প্রকাশ করা হয় । 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' নীতিমালা ২০২২-এর ক্রমিক ১৫ অনুযায়ী 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক'-এর স্থলে 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রতিস্থাপন করে 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' পাঁচটি ক্যাটাগরি/ক্ষেত্রে পাঁচজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' ২০২১ প্রদানের জন্য নির্বাচন করে।

২০২০ সালের নির্বাচিত তিনজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং ২০২১ সালের নির্বাচিত পাঁচজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসহ মোট আটজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ০২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সমাজসেবা দিবসে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পুরস্কারপ্রাপ্তগণ প্রত্যেকে ১৮ ক্যারেট মানের ২৫ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক, একটি রেপ্লিকা, দুই লক্ষ টাকা (ক্রসড চেকের মাধ্যম প্রদেয়) এবং একটি সম্মাননা সনদ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত) পাবেন।

২০২০ সালের জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২০২০

প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

আব্দুল জব্বার জলিল

জনাব আব্দুল জব্বার জলিল সিলেটের কোতয়ালী থানার ১৬ নং ওয়ার্ডের ৫৩ তাঁতীপাড়ার অধিবাসী। তিনি ১৯৬১ সালের ১ জানুয়ারি একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮২ সাল হতে মানবকল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। ২০১৩ সালে তিনি আব্দুল জব্বার জলিল ট্রাস্ট গঠন করেন।

বর্ণিত ট্রাস্টের মাধ্যমে জনাব আব্দুল জব্বার জলিল ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ১৫০টি দরিদ্র আশ্রয়হীন পরিবারকে ঘর প্রদান করে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৩টি সিএনজি চালিত অটোরিক্সা ৩ জন অসহায়, দরিদ্র যুবককে প্রদান করে তাদের কর্মসংস্থান ও জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করেন। জনাব আব্দুল জব্বার ১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তিনি ৬৪ টি মাদ্রাসা/মসজিদে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন ।

জনাব আব্দুল জব্বার জলিল সিলেট সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীর বিয়েতে ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন। কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য ৭৮ লক্ষ ৬৪ হাজার ২০ টাকার সেবা প্রদান করেন। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও সাংবাদিকদের ০৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার কোভিড সুরক্ষা সরঞ্জামাদি প্রদান করেন। জালালাবাদ অন্ধ-কল্যাণ সমিতি পরিচালিত জালালাবাদ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন।

জনাব আব্দুল জব্বার জলিল কর্তৃক প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে আধাপাকা ঘর, সুপেয় পানির জন্য নলকূপ, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয় এবং নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়ায় এসকল প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ উপকৃত হয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ করে দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা এর সুফল ভোগ করছে ।

দেশের প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব আব্দুল জব্বার জলিলকে ২০২০ সালের 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হলো।

২০২০

প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আল-মামুন সরকার

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আল-মামুন সরকার ১৯৫৮ সালের ১ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-শহরের ২৮৭, মুন্সেফপাড়ার অধিবাসী। তিনি একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বিএ পাস।

আল মামুন সরকার একজন প্রকৃত সমাজসেবক ও নিরহংকারি ব্যক্তিত্ব। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। তিনি ১৯৯৩ সাল হতে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজসেবায় তাঁর কার্যক্রমের পরিধি বহুমুখী হলেও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, উন্নয়ন ও পুর্নবাসনে তাঁর কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পৌরসভা এলাকায় অটিস্টিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে প্রায় চার-শতাধিক অটিস্টিক শিশু শিক্ষাগ্রহণ করছে। এই অটিস্টিক স্কুল থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক বিশেষ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জনের মাধ্যমে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে ১০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র বসবাস করে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তাছাড়া তিনি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি নিজস্ব উদ্যোগে ও স্থানীয় দানশীল ব্যক্তির সহযোগিতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় বিজেস্বর গ্রামে একটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ১৫৪ জন ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে একজন প্রতিবন্ধী সাংহাইতে অনুষ্ঠিত বিশেষ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে সাঁতারে একটি

স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক অর্জন করেছে। স্থানীয় প্রতিবন্ধীদের অভিভাবক হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে।

তিনি ২০০৬ সালে একুশে টেলিভিশন কর্তৃক বর্ষসেরা সফল মানুষের স্বীকৃতি লাভ করেন।

দেশের প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আল-মামুন সরকারকে ২০২০ সালের 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হলো।

জেলা প্রশাসন, খুলনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ, বিবিধ মানবিক ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ সকল শ্রেণীর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মূলস্রোতধারার জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে অনগ্রসর মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে।

ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসন, খুলনার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় শতাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এবং স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সর্বমহলে উদ্যোগসমূহ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন, খুলনা বিভিন্ন সরকারি রুটিনমাফিক কার্যক্রমের বাইরে জেলা প্রশাসকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় এবং জেলা প্রশাসনের সহায়তায় নিম্নরূপ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে:

১. সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত যৌনপল্লীর শিশু-কিশোরদের আবাসিক শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম: সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত যৌনপল্লীর শিশু-কিশোরদের আবাসিক শিক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে যৌনপল্লী ধারার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাদের সন্তানদের জন্য আমতলা বানিশান্তায় একটি আবাসিক হোস্টেল এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিশোর ও কিশোরীদের জন্য দুইটি পৃথক হোস্টেল নির্মাণ করেছে।

২. Income Generating Training-এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ ও সেলাইমেশিন বিতরণ কার্যক্রম: জেলা প্রশাসন, খুলনার উদ্যোগে স্বল্পশিক্ষিত বিধবা, স্বামী-পরিত্যাক্তা ও করোনাকালে কর্মহীন নারীদের সেলাইমেশিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে সেলাইমেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণের ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছে।

৩. দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোবাইল ফোন বিতরণের মাধ্যমে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা: করোনাকালীন সংকটের প্রেক্ষিতে জুম প্ল্যাটফর্মে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ১৭১৭ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করে তাদেরকে মোবাইল ফোন প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪. সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের শিশুদের আবাসিক শিক্ষা কার্যক্রম: শ্রমিকদের শিশুদের জন্য আধুনিক আবাসিক সুবিধা সম্বলিত হোস্টেল নির্মাণ করছে।

৫. নিঃসন্তান অথবা প্রবাসে বসবাসকারী সন্তান অথবা সহায়-সম্বলহীন প্রবীণ মহিলাদের বৃদ্ধাশ্রম: নিঃসন্তান অথবা প্রবাসে বসবাসকারী সন্তান অথবা সহায়-সম্বলহীন প্রবীণ মহিলাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ করছে। প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে।

দেশের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্ম যা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার কার্যক্রমসমূহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা প্রশাসন, খুলনাকে ২০২০ সালের 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হলো।

২০২১ সালের জাতীয় মানবকল্যাণ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

২০২১

বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের
কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অবদান
বিশ্ব মানব সেবা সংঘ (বৃদ্ধাশ্রম)
গ্রাম: হাইশুর, পো: হাতিয়াড়া, উপজেলা:
কাশিয়ানী, জেলা: গোপালগঞ্জ

বিশ্ব মানব সেবা সংঘ (বৃদ্ধাশ্রম) একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটি গোপালগঞ্জ জেলার নিম্নাঞ্চল তথা জলাভূমি অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার আবদ্ধতা কাটিয়ে প্রগতিশীল মানবসমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে জনাব আশুতোষ বিশ্বাস ও জনাব মনিকা রাণী বোস উভয়ের উদ্যোগে সাম্য, মানবতা, সেবা, আদর্শ নিয়ে ১৯৯৬ সালে বিশ্বমানব সেবা সংঘ (বৃদ্ধাশ্রম) নামীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি স্থাপিত হয়। সংস্থাটি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত। নিবন্ধন নম্বর-২২৮/৯৯।

প্রতিষ্ঠানটি মানবসেবামূলক কাজ যেমন– বৃক্ষরোপণ, যুব কল্যাণ, এতিম কল্যাণ, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালনসহ বৃদ্ধাশ্রম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হতে আগত জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসহায়, নিঃসন্তান, বিধবা, আশ্রয়হীন, পরিবারবিচ্ছিন্ন, প্রতিবন্ধী, ভিখারি ও এ ধরনের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মানবেতর জীবনযাপন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বৃদ্ধাশ্রমের মাধ্যমে যাবতীয় সেবা প্রদান করে আসছে। এ পর্যন্ত বৃদ্ধাশ্রমে বার্ধক্যজনিত কারণে ২৩ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মারা গেলে স্ব স্ব ধর্মীয় নিয়মে দাফন-কাফন করা হয়েছে। বর্তমানে বৃদ্ধাশ্রমে ৮ জন বৃদ্ধ ও ১৫ জন বৃদ্ধা অবস্থান করছে।

দেশের বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ-বিশ্ব মানব সেবা সংঘ (বৃদ্ধাশ্রম)-কে ২০২১ সালের 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হলো।

২০২১

প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী ১৯৪৭ সালের ৯ জুলাই শরীয়তপুর জেলার নড়িয়াতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিএ (অনার্স) ও এমএ (বাংলা)। তার স্বামী মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল শওকত আলী।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সালে তিনি নড়িয়ার পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠন করেন 'নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)'।

বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সংস্থায় লক্ষাধিক প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ত রয়েছে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জীবনযাপন করছে।

তিনি 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'-এর আর্থিক সহায়তায় সংস্থার মাধ্যমে ছোট-বড় বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে ১০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করে প্রায় ৪২৬৬২টি প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলেছেন।

তিনি বেকার যুবক-যুবতীদের ৩-৪ মাসের বিভিন্ন ট্রেডের কর্মদক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে শক্তিশালী মানব-সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তরুণদের নানাবিধ অবক্ষয় রোধে এবং একটি সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা ও শক্তিশালী আর্থিক উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি বিভিন্ন সময়ে তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা ২০১০, মাদার তেরেসা পুরস্কার, রত্নগর্ভা মা পুরস্কার-২০১০, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ড মেডেল পুরস্কার ২০০৯, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পুরস্কার ২০০৯, আইভি রহমান সম্মাননা ২০১১, শ্রেষ্ঠ জয়িতা, বেগম রোকেয়া পদক ২০১৭-এ ভূষিত হয়েছেন।

দেশের প্রান্তিক, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, আত্মনির্ভরশীলকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলীকে ২০২১ সালের 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হলো।

২০২১

প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান

এসপায়ার টু ইনোভেইট (এটুআই) প্রোগ্রাম
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও,
শেরেবাংলা-নগর, ঢাকা।

এস্‌পায়ার টু ইনোভেইট (এটুআই) প্রোগ্রাম-এর ডেইজি স্ট্যান্ডার্ড এক্সেসিবল রিডিং ম্যাটেরিয়াল/মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক উদ্যোগটি ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন যা বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভূত শিক্ষাক্রম নিশ্চিত করার জন্য অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।

এটুআই-এর মাধ্যমে দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধীসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে সহজেই পাঠের বিষয়বস্তু শুনতে ও পড়ে বুঝতে পারছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন এন্ড রিসার্চ কর্তৃক এক গবেষণায় দেখা গেছে, অভিগম্য পাঠ্যপুস্তক/মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক ব্যবহারের ফলে একদিকে তাদের পাশের হার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে অনেকেই জিপিএ-৫ প্রাপ্তও হয়েছে।

কোভিডকালীন উদ্যোগটি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

নানাভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে যা ইনক্লুসিভ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং এটি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

২০১৭ সালে এটুআই প্রোগ্রাম জাতিসংঘের WSIS ২০১৭ উইনার ট্রফি অর্জন করেছে। এছাড়া এটুআই প্রোগ্রাম তাদের এক্সেসিবিলিটি কনসালটেন্ট উদ্যোগটির জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার ২০১৮ অর্জন করেছে।

দেশের প্রতিবন্ধী ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ইনক্লুসিভ শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ এসপায়ার টু ইনোভেইট (এটুআই) প্রোগ্রামকে ২০২১ সালের 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হলো।

২০২১

সুবিধাবঞ্চিত, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু, কারামুক্ত কয়েদি, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনঃএকত্রীকরণ

আকবরিয়া লিমিটেড

সুলতানগঞ্জ পাড়া, ওয়ার্ড নং-১,

বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।

আকবরিয়া লিমিটেড একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানটি ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবরিয়া লিমিটেড-এর আকবরিয়া গ্র্যান্ড হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯১ সাল হতে দুস্থ ও ছিন্নমূলদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করে। এ সেবাটি চালু করা হয় দরিদ্র ও ছিন্নমূলদের কথা-চিন্তা করে। বিনামূল্যে রাত্রিতে ছিন্নমূল, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের খাবার পরিবেশন করা হয়।

পূর্বে দুই থেকে তিন হাজার লোকের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হলেও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে রূপান্তরিত করায় ছিন্নমূলের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে বর্তমানে প্রায় দুইশত লোককে খাওয়ানো হয়।

সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে করোনাকালীন সময়সহ প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগকালীন সময়েও (আগুনে পোড়া, হরতাল, অবরোধ) ছিন্নমূলদের খাবার একদিনের জন্যও থেমে থাকেনি।

প্রতিষ্ঠানটি আইনের সংস্পর্শে আসা মানুষকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুদের আলোকিত জীবন গড়তে ইকরা শিক্ষা সেন্টারের মাধ্যমে পাঠদান ও এই প্রতিষ্ঠানে কর্মের ব্যবস্থা করে দেয়। এছাড়া কারামুক্ত কয়েদি, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় মানুষদের বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে থাকে শতবর্ষী এ প্রতিষ্ঠানটি।

দেশের সুবিধাবঞ্চিত, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু, কারামুক্ত কয়েদি, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনঃএকত্রীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ আকবরিয়া লিমিটেড-কে ২০২১ সালের 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হলো।

২০২১

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্ম যাহা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার কার্যক্রমসমূহ

বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন
বাসা: ১৩, রোড: ২/বি, পল্লবী আবাসিক এলাকা, মিরপুর-১১ ১/২, ঢাকা

বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মানবকল্যাণ এবং বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০-এর আওতায় নিবন্ধনপ্রাপ্ত যার নম্বর এস-১২২৫৮/২০১৫। প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু পাচার, শিশুশ্রম ও শিশু নির্যাতন হ্রাস করছে। শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম দূরীকরণের পাশাপাশি তাদের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত করছে।

সমাজের নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের গুণগত শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রদানসহ অন্যান্য মৌলিক সমস্যা সমাধানে কাজ করার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যানন্দের জরুরি ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম মানবকল্যাণে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি চলাকালীন বিদ্যানন্দ দেশব্যাপী জরুরি খাবার সহায়তা, চিকিৎসা প্রদান, বিভিন্ন হাসপাতাল ও পরিবহন স্টেশনগুলোকে জীবাণুমুক্তকরণ, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সমন্বিতভাবে দেশব্যাপী করোনা টিকা কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নআয়ের মানুষের পাশে দাঁড়াতে চালু করেছে জরুরি আশ্রয় ও সুরক্ষা, পুনর্বাসন এবং প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক টেকসই প্রকল্প।

করোনা পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিলেও দেশের হাজার হাজার দরিদ্র শিশু আর্থিক সংকটের কারণে ঝরে পড়েছে। বিদ্যানন্দ শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সেই সকল ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদেরকে পুনরায় শিক্ষায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি গুণগত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

বিদ্যানন্দ প্রান্তিক কর্মজীবী পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী করতে যাকাত ও সম্বল প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত দেশের ২০০০-এর বেশি পরিবার আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এবং অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে নারী সমতা এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি সহায়তা কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের জীবনমান উন্নয়নে নিরাপদ আশ্রয় ও সুরক্ষা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

সর্বোপরি, প্রতিষ্ঠানটি তার সামাজিক কাজে নতুন নতুন ধারণা, চ্যারিটি কাজে নতুনত্ব এবং অনুপ্রেরণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে যা ইতোমধ্যে দেশের এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে এবং একটি অনুকরণীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে কমনওয়েলথ পয়েন্ট অফ লাইট, শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলেন্টিয়ার এওয়ার্ড ২০২০ ও ভিএসও-প্রথম আলো স্বেচ্ছাসেবা সম্মাননা ২০২০ পুরস্কার পেয়েছে।

দেশের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্ম যা সমাজের মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ, জীবনমান ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমাজবদ্ধ মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সর্বোপরি মানবকল্যাণ ও মানবতাবোধে সমাজ বা রাষ্ট্রকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার কার্যক্রমসমূহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন-কে ২০২১ সালের 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' প্রদান করা হলো।